বেইজিং ঘোষণাপত্র ও প্ল্যাটফর্ম ফর এখন (BPFA)[1] এবং বেইজিং +২৫ পর্যালোচনা প্রক্রিয়া

APWLD

১৯৯৫ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর, বেইজিংয়ে অনুষ্ঠিত চতুর্থ বিশ্বনারী সম্মেলনে, ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে ১৮৯টি রাষ্ট্র বেইজিং কর্মপরিকল্পনা এবং প্ল্যাটফর্ম ফর একশন বা BPfA গ্রহণ করে।
BPfA একটি আন্তর্জাতিকভাবে গৃহীত ঘোষণাপত্র যা নারীর প্রতি সকল বৈষম্য বিষয়ক কনভেনশন বা CEDAW-কে পুনর্নিশ্চিত করে এবং এটি CEDAW-কে ভিত্তি করেই নির্মিত হয়েছে। CEDAW
বৈশ্বিক নারী আন্দোলনে এক মুখ্য মাইলস্টোন; এটি নারী অধিকারের এক প্রতিচিত্র হিসেবে গৃহীত, যাতে মানবাধিকার এবং নারী অধিকার, লিঙ্গ সমতা, শান্তি ও নিরাপত্তা, এবং দারিদ্র্য বিমুক্তি অর্জনের প্রধান অন্তরায় হিসেবে বৈষম্যকে সনাক্ত করা হয়।

BPfA নারী অধিকারের ১২টি মূল বিষয় বা উদ্বেগ চিহ্নিত করে। (১) নারী ও দারিদ্র্য, (২) নারী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, (৩) নারী ও স্বাস্থ্য, (৪) নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা, (৫) নারী ও সশস্ত্র সংঘাত, (৬) নারী ও অর্থনীতি, (৭) ক্ষমতা ও সিদ্ধান্তগ্রহণে নারী, (৮) নারী অগ্রগতির পদ্ধতি প্রণালী, (৯) নারীর মানবাধিকার, (১০) নারী ও গণমাধ্যম, (১১) নারী ও পরিবেশ, (১২) কন্যাশিশু।
এই বিষয়গুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে গৃহীত এবং, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, পরিবেশগত, রাজনৈতিক এবং সামাজিক মাত্রায় লিঙ্গ সমতা ও নারীর মানবাধিকার নিশ্চিতকরনে এই বিষয়গুলো যথাযথ মনোযোগের দাবিদার।
প্রতিটি সংকটপূর্ণ ক্ষেত্রেই, কৌশলগত লক্ষ্য এবং বাস্তব কর্মক্রিয়া নির্ধারণের মাধ্যমে নারীর পরিস্থিতি উন্নয়নে বিশদ পরিকল্পনা নির্মাণ করা হয়েছিল।

যদিও এই অঙ্গীকারসমূহ বাধ্যতামূলক নয়, BPfA নারীর মানবাধিকারকে সমর্থন করে।
একই সাথে তা BPfA কর্তৃক প্রণীত বিশদ নকশাকে সরকার এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে অর্জন ও বাস্তবায়নে সুদৃঢ় প্রতিশ্রুতি দানে আহবান জানায়। BPfA-র রূপরেখায় নির্ণিত দরকারি বিষয়গুলো হলো, নারীর অগ্রগতিতে বিভিন্ন সম্পদকে কার্যকর করে তোলা; নারীর অগ্রগতির উদ্দেশ্যে কর্মরত সংস্থাসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা; সকল স্তরের নীতিনির্ধারক প্রতিষ্ঠানে নারীর অংশগ্রহণ ও সমান সুযোগ প্রদান করা; এবং বিশ্বের নারীদের প্রতি দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করবে এমন কৌশলগত প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠা করা।[2]

[1] জাতিসংঘ (১৯৯৫)। চতুর্থ বিশ্বনারী সম্মেলনের প্রতিবেদন। উদ্ধৃতি সূত্র: https://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/ Beijing%20full%20report%20E.pdf United Nations (1995).
[2] জাতিসংঘ (১৯৯৫)। জাতিসংঘের চতুর্থ বিশ্বনারী সম্মেলনের: প্রাতিষ্ঠানিক বিন্যাস, আর্থিক বিন্যাস। উদ্ধৃতি সূত্র. Retrieved from https://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/plat2.htm

১৯৯৫ সালের বেইজিং সম্মেলনের সময় বিক্ষোভ

Photo Credit: Jo Freeman

বেইজিং+২০ পর্যালোচনা বৈঠকে অংশ নেন নারীবাদীরা

BPfA +২৫ পর্যালোচনা প্রক্রিয়া

BPfA-র দায়বদ্ধতার কাঠামো অনুযায়ী সদস্য রাষ্ট্রসমূহ প্রতি পাঁচ বছরে অন্তর আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক পর্যায়ে বাস্তবায়নের অবস্থা বিষয়ক একটি পর্যালোচনা সম্পন্ন করবে। কমিশন অন দ্য স্ট্যাটাস অব উইমেন (CSW) সংগঠনটি বৈশ্বিক পর্যায়ে BPfA-র বাস্তবায়নের অগ্রগতি বিষয়ক পর্যালোচনা পরিচালনা করছে। মার্চ ২০২০-এ অনুষ্ঠিতব্য সংগঠনটির ৬৪তম অধিবেশনে, সদস্য রাষ্ট্রসমূহ, সুশীল সমাজ ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের প্রতিনিধিগণ নিউ ইয়র্কে একত্রিত হবেন BPfA-র জন্মলগ্নের পঁচিশ বছর পর; এই সম্মিলনের উদ্দেশ্য হলো BPfA-র বাস্তবায়ন পর্যালোচনা প্রক্রিয়ায় সমাপ্তি টানা।[3]

আঞ্চলিক পর্যায়ে, UN Women-এর বিভিন্ন আঞ্চলিক দপ্তরের সাথে সহযোগিতায় একাধিক আঞ্চলিক কমিশন, বেইজিং +২৫ বিষয়ে জাতীয় প্রতিবেদনগুলোর উপর ভিত্তি করে, জাতীয় পর্যায়ে পর্যালোচনার প্রক্রিয়াকে সমন্বিত করছে। এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে, জাতিসংঘের এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিশন (ESCAP)-এর কমিটি অন সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট বা সামাজিক উন্নয়ন কমিশনের মাধ্যমে, বেইজিং ঘোষণাপত্র ও BPfA-র পঁচিশতম বার্ষিকীতে এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় আঞ্চলিক পর্যালোচনা : বেইজিং +২৫ পর্যালোচনা-এর জন্য একটি ফলাফল প্রতিবেদন তৈরী করছে। এই প্রতিবেদনটি বেইজিং +২৫-এর বৈশ্বিক পর্যালোচনা প্রক্রিয়ার অংশ।

আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক পর্যালোচনা প্রক্রিয়ার পূর্বে, জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে সুশীল সমাজের সংগঠনসহ অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের সাথে সহযোগিতার মাধ্যমে BPfA-এ বাস্তবায়নের পরিস্থিতি নিয়ে জাতীয় পর্যায়ে বিশদ পর্যালোচনা করতে উৎসাহিত করা হয়। আশা করা হচ্ছে যে এই জাতীয় পর্যায়ে বিশদ পর্যালোচনা প্রতিবেদনগুলোতে BPfA-এ বাস্তবায়নে কি কি অন্তরায়ের সম্মুখীন হতে হয়েছে তার প্রতিফলন ঘটবে এবং ২০৩০-এর এজেন্ডা ফর সাস্টেইনাবেল ডেভেলপমেন্ট-এর পাঁচ বছর পূর্তি, জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের রেসল্যুশন (UNCSR) ১৩২৫, শান্তি ও নিরাপত্তায় নারী-র বিশ বছর পূর্তি, এবং জাতিসংঘের পঁচাত্তরতম বার্ষিকী সংশ্লিষ্ট বৃহত্তর আলোচনা একীভূত করা হবে। আঞ্চলিক পর্যালোচনা প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে সুশীল সমাজের প্রতিষ্ঠানসমূহকেও আহবান জানানো হচ্ছে UN Women বরাবর ছায়া প্রতিবেদন জমা দিতে।

বেইজিং +২৫ পর্যালোচনায় এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের সুশীল সমাজের সম্পৃক্ততা

ESCAP এবং UN Women, এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে, দশটি সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত বেইজিং +২৫ সুশীল সমাজ আঞ্চলিক স্টিয়ারিং কমিটি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে, বেইজিং +২০ প্রক্রিয়ার প্রতিরূপ গড়ে তুলছে। কমিটির মূল উদ্দেশ্য হল এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে, বেইজিং +২৫-এর পর্যালোচনা প্রক্রিয়ায়, CSO বা সুশীল সমাজ প্রতিষ্ঠানগুলোর অংশগ্রহণ এবং অবদানকে গাইড করা। একই সাথে এর উদ্দেশ্য হল এই প্রক্রিয়াকে মার্চ ২০২০-এ নিউ ইয়র্কে অনুষ্ঠিতব্য কমিশন অন দ্য স্ট্যাটাস অব উইমেন-এর ৬৪তম অধিবেশনের (CSW64) বৈশ্বিক পর্যালোচনা প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত করা।

বেইজিং ঘোষণাপত্র ও BPfA-র পঁচিশতম বার্ষিকীর আনুষ্ঠানিক এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় আঞ্চলিক পর্যালোচনা ২০১৯ সালের ২৫-২৮ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হবে। এই আন্তঃসরকারী বৈঠকের অব্যবহিত পূর্বে স্টিয়ারিং কমিটি একটি সুশীল সমাজ ফোরাম গঠন করবে। এবং এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকার সকল উপ-অঞ্চলের ও স্বতন্ত্র গোষ্ঠীসমূহের অংশগ্রহণ ও অবদান সহজতর করে তুলবে।

APWLD-র জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ

APWLD-র কাছে, BPfA নারী অধিকারে দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করার একটি প্রধান হাতিয়ার। পঁচিশ বছরের পর্যালোচনা প্রতিবেদন হওয়া উচিত এমন একটি পরিসর, যেখানে অর্জন ও ব্যর্থতা, দুইই অকপট ও খোলাখুলিভাবে আলোচিত হয়। এবং উল্লেখযোগ্য সমতা অর্জনে পদ্ধতিগত বাধাসমূহকে স্বীকার করা ও সমাধান করা করতে হবে।

বৈশ্বিক BPfA পর্যালোচনার সময়কাল ও কমিশন ফর উইমেন বা CSW-র কার্যপ্রণালী এবং ভবিষ্যৎ থীম-এর প্রস্তাবনার সময়কাল এক। সুতরাং, আঞ্চলিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী সুশীল সমাজের পক্ষ থেকে এই দুই ক্ষেত্রেই সুপারিশমালা নিয়ে সত্বর এগিয়ে আসাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যাতে রাষ্ট্রসমূহ সেগুলো শুনে, বাস্তবায়নের পথে এগিয়ে নিতে পারে।

[3] UN Women (২০১৯) CSW64 / বেইজিং +২৫ (২০২০)। উদ্ধৃতি সূত্র: http://www.unwomen.org/en/csw/csw64-2020